ভূট্টা খড় দিয়ে সাইলেজ করণ

ডা: মনোজিৎ কুমার সরকার

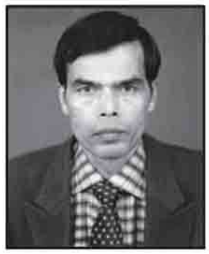

দেশে অধিক উৎপাদনশীল গরুর সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে গো-খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত খড়ের চাহিদাও বৃদ্ধি পেয়েছে, বিশেষ করে বন্যা বা খরার সময় ও পরে এই গো-খাদ্য সংকট আরও তীব্র আকার ধারণ করে এবং মূল্যও ৩-৪ গুণ বৃদ্ধি পায়। কৃষকেরা তখন খড়ের অভাবে বাধ্য হয়ে গরুকে অখাদ্য-কুখাদ্য যেমন কচুরীর পানা, জলজ আগাছা, কলা গাছ, ইত্যাদি খেতে দেন। এতে করে গরুর সকল প্রকার উৎপাদন ও দৈহিক বৃদ্ধি কমে যায়। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় এবং বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। অসুস্থতার কারণে চিকিৎসা খরচ বেড়ে যায় এমনকি পশুর মৃত্যুও ঘটে থাকে।

দেশী জাতের চেয়ে উচ্চ ফলনশীল (উফশী) ধানের গাছ আকারে অনেক ছোট হওয়ায় এবং উফশী জাতের ধানের চাষ বেড়ে যাওয়ায় দেশে খড় উৎপাদনও অনেক কমে গেছে। দেশে মোট গরুর সংখ্যা ২ কোটি ৮৬ লাখ। প্রতিটি গরুর জন্য দৈনিক ৩-৫ কেজি খড় প্রয়োজন। এই বিশাল পরিমাণ গো-খাদ্যের অভাব পূরণ করতে হলে বিকল্প উৎস থেকে খাদ্য সংগ্রহ করতে হবে, আর দেশে গো-খাদ্যের বিকল্প উৎসের একটি হলো ভূট্টার খড় তাই ভূট্টার খড় সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অসীম।

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল ও ঢাকা বিভাগে প্রচুর ভুট্টার চাষ করা হয়। এই বিপুল পরিমাণ উচ্ছিষ্ট সম্পদ হিসাবে ব্যবহার করে পশু খাদ্যের অভাব দূরীকরণসহ পশুজাত উৎপাদিত দ্রব্যের উৎপাদন খরচ বহুলাংশে কমানো সম্ভব। দেশের সকল ভূট্টা চাষের এলাকায় এ প্রযুক্তি প্রয়োগ করে স্বল্প খরচে দুগ্ধ ও গরু মোটাতাজাকরণ খামার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

হাইব্রিড ভূট্টার দানা এবং খড় একই সঙ্গে আহরণ করা যায়। তাছাড়া সংগ্রহের সময় খড়, সবুজ ও সতেজ থাকে। ফলে খড়ের পুষ্টিমানও ভালো থাকে। রবি (নভেম্বর-ফেব্রুয়ারী) ও খরিপ (মার্চ-অক্টোবর) উভয় মৌসুমেই ভূট্টার চাষ করা যায়। এ জন্য বছরে দুইবার সাইলেজ করা যায় এবং সারা বছরই পশু খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যায়। খড় উৎপাদন প্রতি হেক্টরে ২২৫-৫০ মেট্রিক টন।

কোন রকম উপাদান যোগ করা ছাড়াই ভূট্টার খড়ের সাইলেজ তৈরি করা যায় তবে মোলাসেস যোগ করে সাইলেজ তৈরি করলে পুষ্টিমানও বাড়ে এবং অধিককাল সংরক্ষণ করা যায়।

সাইলেজ করণ ও ব্যবহার পদ্ধতি

১। প্রথমে পানি জমে না এমন উঁচু স্থানে ১০ ফুট দৈর্ঘ্য, ৮ ফুট প্রস্থ ও ৩ ফুট গভীরতায় সম্পূর্ণ সাইলো পিট করে নিতে হবে। যার ধারণ ক্ষমতা হবে ২.৫-৩.০ মেট্রিক টন।

২। সাইলো পিটে প্রথমে পলিথিন বিছিয়ে দিতে হবে।

৩। প্রতি ১০০ কেজি ভূট্টা খড়ের জন্য ৩ কেজি হারে নালিগুড়ে সমপরিমাণ পানি মিশিয়ে নিতে হবে। যা ৩টি স্তরে সমভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে।

ভূট্টা খড়ের সাইলেজ

৪। পরিপক্ক ভূট্টার মোচা উঠানোর পর ভুট্টা গাছের ৭-১০ সেমি সাইজের টুকরা করে নিতে হবে।

৫। টুকরাকৃত গাছ সাইলো পিটে পলিথিনের মধ্যে ৩টি স্তরে বায়ুশূন্য অবস্থায় সংরক্ষণ করতে হবে।

৬। সাইলেজের প্রতিটি স্তরে পা দ্বারা খুঁচে আঁটশাট অবস্থায় রাখতে হবে। সর্বশেষ পলিথিনের মুখ বেঁধে উপরে মাটি দিয়ে চাপা দিয়ে রাখতে হবে। বাতাস ও পানি যেন প্রবেশ করতে না পারে।

২৫ দিন পরেই সাইলেজ তৈরি হবে। এক পাশ থেকে নিয়ে এ পুষ্টিকর সাইলেজ খাওয়ানো শুরু করতে হবে। বাতাসের সংস্পর্শে যত কম আসে ততই মঙ্গল। খাদ্য সংকটে ও বন্যার সময় খাওয়ানো যাবে। এই সাইলেজ এক বৎসরের বেশি সময় সংরক্ষণ করা যাবে। এটি উৎকৃষ্ট মানের পশু খাদ্য। তাই মূল্যবান ভূট্টা খড় জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার না করে পশু খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করতে সকলকেই সচেষ্ট হতে হবে।

তথ্যসূত্র

১। প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি উৎপাদন প্রযুক্তি নির্দেশিকা -ডিএলএস

ডা: মনোজিৎ কুমার সরকার
উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার
গাইবান্ধা সদর, গাইবান্ধা।

আপনার সন্তানের স্কুলের টিফিনে
প্রতিদিন একটি করে ডিম দিন।
ডিম শিশুর পুষ্টি জোগাতে সহায়ক।

সৌজন্যে 'খামার'